সমকাল

ফুলপরীকে নির্যাতন

# ইবির পাঁচ শিক্ষার্থী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া তলব হাইকোর্টের

প্রকাশ: ২০ জুলাই ২৩ । ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

**সমকাল প্রতিবেদক**

ফুলপরী খাতুনকে নির্যাতনে জড়িত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) পাঁচ শিক্ষার্থীর বহিষ্কারের প্রক্রিয়ার বিষয়ে জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী ২৬ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও রিটকারী আইনজীবীকে লিখিতভাবে তাদের বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটির সভায় ফুলপরী খাতুনকে নির্যাতনের ঘটনায় ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহসভাপতি সানজিদা চৌধুরী অন্তরাসহ পাঁচ শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়। বহিষ্কৃত অন্য শিক্ষার্থী হলেন– হালিমা আক্তার ঊর্মি, ইসরাত জাহান মিম, তাবাসসুম ইসলাম ও মোয়াবিয়া জাহান। তাঁরা ছাত্রলীগের কর্মী। এ ঘটনায় পাঁচজনকেই সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

গতকাল বহিষ্কারের এ তথ্য হাইকোর্টে উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিএম আব্দুর রাফেল। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আইন ও বিধি মেনে পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদের শাস্তি যথাযথ। তবে কোন প্রক্রিয়ায় বহিষ্কার করা হয়েছে, তা লিখিতভাবে জানাতে বলেছেন আদালত।
এ সময় রিটকারী আইনজীবী গাজী মো. মহসিন বলেন, বহিষ্কার বিধিসম্মত হয়নি। আইনগত ত্রুটি রয়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় আইনে আছে– উপাচার্য প্রথম শাস্তি হিসেবে ৫০০ টাকা জরিমানা ও এক বছরের জন্য বহিষ্কার করবেন। এরপর তিনি অপরাধের তুলনায় শাস্তি কম মনে করলে, বিষয়টি শৃঙ্খলা কমিটিতে পাঠাবেন। এ ক্ষেত্রে উপাচার্য নিজে শাস্তি না দিয়ে সরাসরি শৃঙ্খলা কমিটিতে পাঠিয়েছেন। এতে আইনের ব্যত্যয় হয়েছে।

গত ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে ইবির দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের গণরুমে ছাত্রলীগ নেত্রী সানজিদা চৌধুরী অন্তরার নেতৃত্বে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ফুলপরী খাতুনকে সাড়ে চার ঘণ্টা নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এ সময় তাঁকে বিবস্ত্র করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, মারধর এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে বাধ্য করে ভিডিও ধারণ করা হয়। ঘটনা বাইরে প্রকাশ করলে হত্যারও হুমকি দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় সারাদেশে নিন্দার ঝড় ওঠে। ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় রিট হলে উচ্চ আদালতের নির্দেশে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের এক বছরের জন্য বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

© সমকাল ২০০৫ - ২০২৩

সম্পাদক : আলমগীর হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৭১৪০৮০৩৭৮ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com